নবজীবনের খোঁজে ‘নষ্ট’ নেইমার

বল তাঁর পায়ে পড়লে কথা বলে। যদিও ইদানীং বল নয়, মাঠ বহির্ভূত কারণেই তিনি প্রচারের আলোয়। ব্রাজিল হোক বা ক্লাব দল—দিশাহীন ফুটবলে ক্রমশ লক্ষ্যচ্যুত। ক্লাব বদলেও দিশা না পাওয়া নেইমারকে নিয়ে লিখছেন **অঞ্জন চক্রবর্তী**

দামিনী সিনেমায় সানি দেওলের বিখ্যাত ডায়ালগ ‘তারিখ পে তারিখ’। সেই ডায়ালগ ধার করে বলাই যায় ‘ডিল পে ডিল’। একের পর এক প্রস্তাব, আলোচনার টেবিলে বসে বরফ গলানোর মরিয়া চেষ্টা। ফলাফল ‘অশ্বডিম্ব’। নেইমারকে বার্সেলোনার ফিরিয়ে আনার যাবতীয় চেষ্টা বৃথা। অন্তত আপাতত। জানুয়ারিতে দলবদলের উইন্ডো খুললেই নতুন করে দড়ি টানাটানি শুরু হবে, সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এখনই। তবে নেইমারের প্যারিস সাঁ জাঁ থেকে দলবদলের বৃথা চেষ্টার নাটকীয় যে ঘটনাপ্রবাহ দেখল বিশ্বফুটবল তা যেমন নজিরবিহীন তেমনই বিরক্তিকরও। গোটা ঘটনাক্রম টেলিপর্দার মার্কামারা কিছু সিরিয়ালের মতো পর্বের পর পর্ব এগোলেও চিত্রনাট্যের অগ্রগতি নেই। একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে চলছে শাখা-প্রশাখা বিস্তার। গোটা ঘটনাপর্বের শেষে কালির দাগ আরও কিছুটা মোটা হল নেইমারের দিশা হারানো কেরিয়ারে। প্যারিসের ক্লাবকর্তাদের চটিয়ে দলবদলের রাস্তা সোজা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেটাই উল্টে বাদ সাধল তাঁর রাস্তায়। চমকপ্রদভাবে নেইমার নিজের টাকা দিয়ে চুক্তির অঙ্ক বাড়াতে চাইলেও পিএসজির ব্যবসায়ী কাতারি মালিক নাসের আল-খালেফি সরলেন না নিজের অবস্থান থেকে। অ্যান্তোয়ান গ্রিজম্যানকে বড় অঙ্কে দলে নেওয়ায় নেইমারের জন্য রেকর্ড অঙ্ক খরচের জায়গায় ছিল না কাতালান ক্লাবটি। তাই একের পর এক ফুটবলারকে প্যারিসে পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হল। প্রস্তাবে নাম ওঠা ফিলিপে কুটিনহো, ইভান রাকিটিচ, ওসমান ডেম্বেলেদের সঙ্গে লিওনেল মেসি, লুই সুয়ারেজ, জেরার্ড পিকেদের সম্পর্ক যে ততটা ভালো নয়, তা সামনে চলে এল। প্রভাব পড়ল পিএসজির সাজঘরেও। বিরক্ত খোদ কোচ টমাস টুচেলও।

২০১৭ সালে রেকর্ড ২২২ মিলিয়ন ইউরো অর্থে বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। সেই দলবদলের সূত্র লুকিয়ে ছিল আগের একটা ঘটনায়। ২০১৬-১৭ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট স্তরে পিএসজিকে ছিটকে দিয়ে ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল বার্সা। যদিও অসম্ভবকে সম্ভব করা নেইমারকে নিয়ে নয়, ন্যু ক্যাম্প মেতেছিল মেসি-ম্যানিয়ায়। তাই ‘বন্ধু’ লিও-র ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজেকে বিশ্বসেরার আসনে বসাতেই বার্সা ত্যাগ নেইমারের। যদিও মাঝের দু’বছর শুধু হতাশাই সঙ্গী। স্টার ফুটবলার হওয়ায় বারবার টার্গেট হয়ে ভুগেছেন চোট-আঘাতে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোয় না খেলতে পেরে সেরাদের ট্র্যাক থেকে গিয়েছেন ছিটকে। ফুটবলার হিসেবে ব্যর্থতার হতাশা ব্যক্তিগত জীবনেও পড়েছে নেইমারের। সমর্থক, রেফারিদের সঙ্গে ঝামেলা থেকে বান্ধবীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, এমনকি ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগের মুখেও পড়তে হয়েছে। সবমিলিয়ে নেইমার বুঝেছেন পিএসজিতে থাকলে তাঁর সেরাদের বৃত্তে ফেরা সম্ভব নয়। তাই সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাতটা কেরিয়ারের সেরা বলে প্যারিস কর্তাদের রাগিয়ে ফেরার রাস্তা সুগম করতে চেয়েছিলেন। আপাতত ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ফুটবল কেরিয়ারে নেইমার কীভাবে ঘুরে দাঁড়ান সেটাই দেখার।

গ্যারি লিনেকার ২০১৭ সালেই বলেছিলেন, এটা কী করলে নেইমার! বার্সা ছেড়ে শুধুমাত্র নীচের দিকেই নামা যায়, অন্য কোনও দিকে যাওয়া যায় না। আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক’দিন বাদেই আদালত কক্ষে মুখোমুখি হবে নেইমার ও বার্সেলোনা। দু’বছর আগের দলবদল নিয়ে এই দু’পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিল যে।

‘খেলতে খেলতে ’ কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান ‘খেলতে খেলতে’, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com